86

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 APR 1998
পৃঃ ৭ কলাম ৫

ক্যাম্পাসে নতুন সংঘর্ষের আশঙ্কা ॥ দুই ছাত্র সংগঠনের সাজ সাজ রব, নানা প্রস্তুতি গ্রহণ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আজ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন করে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাওসহ অবস্থান ধর্মঘট পালনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। ছাত্রলীগও (শা-পা) সকল অছাত্র বহিরাগতের ক্যাম্পাসে প্রবেশ প্রতিহত করবে বলে জানিয়েছে। দু'টি সংগঠনই প্রস্তুতি গহণ করেছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত। এই ঘটনাকে একটি 'রাজনৈতিক সমস্যা' হিসাবে অভিহিত করে এর সমাধানে উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। আজ অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইনকোর্স, মিড-টার্ম, কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ক্লাসসমূহ যথারীতি চলবে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে ক্যাম্পাসে ক্রমাগত জটিলতা বৃদ্ধির কারণে আগামী ২ মে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

২৩ এপ্রিল নিহত ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ'র স্মরণে ছাত্রলীগ গতকাল শোক র‍্যালি বের করে। সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর শোক র‍্যালিটি মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস, টিএসসি প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে

(২-এর পৃঃ দেখুন)

জেনে দেখুন।'

ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলো ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে শনিবার সারা দেশের সকল জেলায় এ সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ কর্মসূচী পালিত হয়েছে। আজকের জন্য সংগঠনের প্রস্তুতি স্বরূপ ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ শুক্রবার গভীর রাতে অতীতের সকল উপদলীয় কোন্দল নিরসন করে। নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ক্যাম্পাস থেকে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিতাড়িত সকল ক্যাডারকে ডেকে এই একত্রীকরণ হয়েছে। ছাত্রলীগ (শা-পা) ছাত্রদলের সাধারণ নেতা-কর্মী, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাদেরকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দিতে রাজি আছে বলে জানা গেছে, তবে সকল অছাত্র-ক্যাডারকে ক্যাম্পাসে প্রতিহত করা হবে বলে সংগঠনের সভাপতি জানিয়েছেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব হল থেকে ছাত্ররা ক্যাম্পাসের বাইরে চলে গেছে পুনরায় হলে ওঠার ব্যাপারে তাদেরকে নিজ নিজ হলের প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সভায় ২৩ এপ্রিলের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র, ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতিম আচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়, ২৩ এপ্রিলের ঘটনায় আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রক্টর একেএম নূর-উন-নবীও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র ইউনিয়নের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল ভর্তিচ্ছু ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন শনিবার বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। টিএসটি টিচার্স লাউঞ্জে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি শরীফুজ্জামান, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, মঞ্জুরে খোদা টরিক, শুভ রহমান নেতৃবৃন্দ বলেন, জিয়াউর রহমান শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আমদানি করেছিল, শেখ হাসিনার সরকার সেই সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। নেতৃবৃন্দ পার্থ হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন। ক্যাম্পাসে বর্তমান সঙ্কট নিরসনে কর্তৃপক্ষ উদাসীন বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩ শিক্ষকের বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৫৩ শিক্ষক শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে ক্যাম্পাসে হল দখল করার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে, পুলিশ ও প্রশাসনকে পক্ষপাতহীনভাবে দায়িত্ব পালন করে সকল মতাবলম্বীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে, শিক্ষকবৃন্দ গ্রেফতারকৃত সকলের মুক্তি দাবি করেন।

খালেদা জিয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনা এবং ছাত্রলীগ সম্পর্কে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে। ছাত্রলীগ দফতর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরাই নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ছাত্রলীগ নেতা পার্থকে হত্যা করে ভয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে, ছাত্রলীগ কোন হল দখল করেনি। ছাত্রলীগ দফতর সম্পাদক বিএনপির চেয়ারপার্সনকে লাগামহীন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

ক্যাম্পাসে নতুন

(প্রথম পাতার পর)

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, 'ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা পার্থকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে'। তিনি বলেন, 'ক্যান্টনমেন্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক নয়।'

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের এখন একাধিপত্য বিরাজ করছে। এই আধিপত্যের স্থায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। গত দু'দিনে নিজেদের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এফ রহমান, মহসীন, সূর্যসেন হল এবং জসীম উদ্‌দীন ও জিয়া হল রয়েছে বাবুল তালুকদার-এমি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। বঙ্গবন্ধু হল 'সাদা সেন্টু' শাহীন খানের নিয়ন্ত্রণে। নতুন অবস্থান নেয়া বঙ্গবন্ধু, জসীম উদ্‌দীন ও জিয়া হলে ছাত্রলীগের ক্যাডার-লিডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। জসীম উদ্‌দীন হলে প্রচুর বহিরাগত অবস্থান করছে। এদের আচরণে সাধারণ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ। সাধারণ ছাত্ররা চায় যারা নেতা পর্যায়ে রয়েছে হলের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাক। দীর্ঘদিন হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের এই হলশাখা সভাপতি শাহ মোস্তফা আলমগীরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না, সাধারণ ছাত্রদের কাছে